ইউনিট - ১৭

আদর্শ জীবনচরিত - ৪

ভূমিকা

আদর্শ জীবনচরিত বলতে আমরা বুঝি মহামানবগণের জীবনচরিত তাঁদের জীবনে পরিপূর্ণ মানবতার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁদেরকে করে তুলেছে চিরন্তন কালের মানুষের অনুসরণীয়। খাঁটি ধার্মিক মানেই খাঁটি মানুষ। কেমন সেই খাঁটি মানুষ, কি সেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের চেহারা, তা তাঁদের জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত। এ পাঠে এমনি কয়েকজন আদর্শ মহামানবের জীবনচরিতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করছি।

পাঠ-১ স্বামী বিবেকানন্দ - ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বামী বিবেকানন্দ কে তা বলতে পারবেন।
- তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলতে পারবেন।
- কিভাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তা লিখতে পারবেন।
- গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কথোপকথন বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর দত্ত পরিবারে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। পিতা কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি ছিলেন। বিশ্বনাথ দত্তের তিন পুত্র – জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র, মধ্যম মহেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্র। বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রই পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্র শিশুকাল হতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন। তিনি নির্দোষ রসিকতা ও গান-বাজনা করতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কুটিলতা, কপটতা, স্বার্থপরতা ও হিংসা কাকে বলে, তা তিনি জানতেন না। বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী বা অপরিচিত ব্যক্তিদের যে কোন বিষয়েরই অভাব হোক না কেন, নরেন্দ্র জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ পূরণ করার চেষ্টা করতেন।

শৈশব থেকেই নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়ার সাথে সাথে ঈশ্বরকে জানবার জন্য কৌতূহলী ছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা তাঁর মনে ক্রমশ গভীর হতে থাকে। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, আর জানতে চাইতেন তাঁরা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেছেন কিনা।

নরেন্দ্র ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। জেনারেল এসেম্বলি নামক বিদ্যালয় হতে তিনি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি.এ অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং ১৮৮৪ সালে তিনি বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে তাঁর ধর্ম-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হয়। ধর্ম কাকে বলে এবং কোন ধর্ম সত্য, তা জানার জন্য তাঁর চিত্ত একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। হোস্ট সাহেব একজন খ্রিস্টান মিশনারী। তিনি জেনারেল এসেম্বলি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। নরেন্দ্র অধিকাংশ সময়ই তাঁর সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন করতেন; কিন্তু তাতে তাঁর পিপাসা মিটত না। ঠিক এ সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গলাভ করেন। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ

কিছুমাত্র ইতস্তত না করে সহজ কণ্ঠে, প্রত্যয়ের সুরে ঠ[illegible] নিশ্চয়ই দেখেছি, তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট দেখেছি। তুই চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ অবাক, তবে প্রথমে বিশ্বাস করলেন না। নানা রকম প্রশ্ন করে ঠাকুরকে তিনি পরীক্ষা করতে লাগলেন। এর কিছুক্ষণ পর এক সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আসন থেকে উঠে নিজের দক্ষিণ চরণ তাঁর স্কন্ধে স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের ভাবান্তর ঘটল। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি বিস্ময়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ওগো, তুমি আমার একি করলে? আমার যে মা-বাবা আছেন।" তখন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের বুকে হাত রাখলেন নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করলেন।

সমাধির গভীরে ডুব দেয়ার জন্য নরেন্দ্রনাথ এবার ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে ধীর প্রশান্ত সুরে রামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ঠিক করে বল দেখি, তুই কি চাস?"

উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "আমার ইচ্ছা হয়, প্রাচীনকালের বিখ্যাত সাধক শুকদেবের মত একবারে পাঁচ-ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি।"

শিষ্যের এ প্রার্থনায় গুরু যেন খুশি হলেন না। তিরস্কারের সুরে তিনি নরেন্দ্রকে বললেন, "ছি! ছি! তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলাম বট গাছের মত হবি। তোর ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস!"

নরেন্দ্রনাথ অসীম শ্রদ্ধায় শক্তিধর গুরুর চরণে প্রণাম করে চিরদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করলেন। গুরুর নির্দেশ হল, "নরেন লোকশিক্ষা দিবে।" ঠাকুরের এ কথাতে নরেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ঘুরে

গেল। সমাধির কথা ছেড়ে তিনি মানবের সেবাধর্মে ব্রতী হলেন সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি বিবেকানন্দ নামে ভূষিত হলেন।

সারাংশ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর পান এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কত খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে
   খ. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে
   ঘ. ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে

২. বিবেকানন্দের পিতার নাম কি?
   ক. ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী
   খ. বিনয় চক্রবর্তী
   গ. বিশ্বনাথ দত্ত
   ঘ. রাজ্যেশ্বর ঘোষাল

৩. সমাধির কথা ছেড়ে বিবেকানন্দ কিসে ব্রতী হলেন?
   ক. দেশ ভ্রমণে
   খ. গুরু সেবায়
   গ. কালীপূজায়
   ঘ. মানবের সেবাধর্মে

পাঠ-২ স্বামী বিবেকানন্দ - ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোথায় বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তা বলতে পারবেন।
- স্বামীজি কিভাবে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেলেন তা লিখতে পারবেন।
- যুবকদের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের কিছুদিন পরে স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক বেশে তীর্থ ভ্রমণে বের হন। একটানা চার বছরে কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, প্রয়াগধাম, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ শেষে কন্যা কুমারীর প্রস্তর বেদীতে যোগাসনে বসে বিবেকানন্দ ভাবছেন : দেশের প্রায় সর্বত্রই অশিক্ষা আর অভাবের তাড়নায় মানুষ চরম অশান্তিতে আছে। দেশবাসীর দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা তাঁকে আকুল করে তুলল। মনে পড়ে গেলে ঠাকুরের বাণী- "যত্র জীব তত্র শিব"। সুতরাং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনই হবে তাঁর সাধনা, তাঁর ব্রত। কিন্তু এ কাজের জন্য চাই প্রচুর অর্থ। স্বামীজি সিদ্ধান্ত নিলেন, পাশ্চাত্যে গিয়ে বুদ্ধি বলে অর্থোপার্জন করে সে অর্থ মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয় করবেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে মহামেলায় একটি ধর্ম মহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভার সভাপতি ছিলেন 'রেভারেন্ড ডাক্তার ব্যারে সাহেব'। তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১ মে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যথাসময়ে তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরিধানে গৈরিক বসন, গায়ে গৈরিক আলখাল্লা ও গৈরিক উত্তরীয় এবং শিরে গৈরিক শিরস্ত্রাণ দর্শন করে শহরবাসিগণ অবাক হয়ে গেলেন। তিনি কে এবং তাঁর কার্য কি তা জানার জন্য অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। স্বামীজি নিজ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সকলের নিকটেই যথাযথ বর্ণনা করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে চার জন মান্যগণ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে এবং তাঁর গুণে ও মধুর বচনে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে তাদের বাড়িতে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেন।

ব্যারে সাহেব প্রথমে নানা কারণে স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করতে অস্বীকার করেন। পরে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ দুই-চারজন পণ্ডিতের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর ধর্ম জগতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আমেরিকার শিকাগো শহরে আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। সভাপতির আহবানে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন একজন ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসী। উজ্জ্বল বীরত্বব্যঞ্জক তাঁর আকৃতি। সমুন্নত তাঁর দেহ, সুন্দর তাঁর মুখমণ্ডল, সুদীপ্ত তাঁর চোখ। বক্তার প্রতি সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। এমন সময় তরুণ সন্ন্যাসী ইষ্টনাম স্মরণ করে সমবেত নর-নারীকে সম্বোধন করলেন আমেরিকাবাসী "ভাই ও বোনেরা" বলে। মুহূর্তের মধ্যে এক অদ্ভুদ কাণ্ড ঘটে গেল। প্রচলিত রীতির পরিবর্তে এমন প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে জনগণ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আনন্দ করতালিতে ফেটে পড়ল সভাকক্ষ।

শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী বলতে লাগলেন– 'সর্বধর্মের জননী স্বরূপ সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।' তাঁর বক্তৃতা-শক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, অকাট্য যুক্তি এবং তর্কের প্রণালী দেখে জ্ঞানী ও সাধু সমাজ অবাক হয়ে গেলেন। সভায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সমস্ত আমেরিকায় এই বক্তৃতা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হল। সে আলোড়ন ও প্রশংসাধ্বনি আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সকলে এক বাক্যে স্বীকার করলেন স্বামীজি সত্যি-সত্যিই মহাজ্ঞানী পুরুষ।

বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করে তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্ব বরেণ্য আচার্য। চার বছর ধরে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে বেদান্তের বাণী প্রচার করে বহু মনীষীর আশীর্বাদ লাভ করে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

দেশবাসী স্বামীজিকে প্রাণঢালা অভিনন্দনে বরণ করে নিলেন। এবার তিনি দেশ গড়ার কাজে মন দিলেন। উপলব্ধি করলেন, দুর্বল দেশবাসীর অন্তরে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করতে হবে। তাই তিনি যুব সমাজকে লক্ষ্য করে বললেন, "ওঠো, জাগো, শ্রেয়কে লাভ কর। মনে রাখবে দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতা দূর করে শক্তি সঞ্চয় কর। তোমরা অমৃতের সন্তান। তোমাদের মধ্যে রয়েছে অনন্ত ঐশ্বরিক শক্তি। সব জীবের মধ্যেই ঈশ্বর অবস্থান করেন।

ব্যক্তিগত মুক্তি বড় কথা নয়। সমষ্টিগত মুক্তিই আমাদের সকলের জীবনের ব্রত। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, দুনিয়ার দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করার জন্য, এমন কি, একটি মানুষের সামান্য যন্ত্রণা দূর করার জন্যও যদি আমাকে হাজার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাও আনন্দে করব।"

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ছিলেন জ্ঞানী, পণ্ডিত, তেমনি ভগবদ্‌ভক্ত এবং মানবপ্রেমিক। তাঁর চোখে পণ্ডিত-মূর্খ, সাদা-কালোর কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি ছিলেন নিখিল মানব জাতির পরম বান্ধব। তাঁর রচিত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ।

এই ব্রহ্মজ্ঞানী, মানব প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে ধ্যানস্থ হয়ে মহাসমাধিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সারাংশ

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণের পর পরিব্রাজক বেশে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। সেই অভিজ্ঞতায় এবং গুরু রামকৃষ্ণ দেবের 'যত্র জীব তত্র শিব' এই শিক্ষায় জীবের সেবা করাকেই তিনি ব্রহ বলে গ্রহণ করেন। জীবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা– এ উপলব্ধিই ছিল বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের 'মূল ভিত্তি'।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কত খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় বিশ্ব ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়?
   ক. ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে

২. শিকাগো ধর্ম-সভার সভাপতির নাম কি?
   ক. ব্যারে সাহেব খ. রবার্ক সাহেব
   গ. ক্লিনটন সাহেব ঘ. বুশ সাহেব

৩. ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোন তারিখে ধর্মসভা শুরু হয়?
   ক. ৮ সেপ্টেম্বর খ. ১১ সেপ্টেম্বর
   গ. ১৮ সেপ্টেম্বর ঘ. ২৯ সেপ্টেম্বর

৪. কত খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন?
   ক. ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে

পাঠ–৩ মা আনন্দময়ী – ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মা আনন্দময়ী কে তা বলতে পারবেন?
- জন্মের পরে আচার্য তাঁর কি নাম রাখেন তা বলতে পারবেন।
- কি কি সদ্‌গুণ থাকলে মানুষ বড় হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কিভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায় তা লিখতে পারবেন।
- মা আনন্দময়ীর প্রথম জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

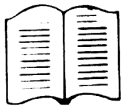

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত খেওড়া গ্রামে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মা আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য। মাতার নাম মোক্ষদা সুন্দরী। বিপিন বিহারীর পিতৃপুরুষের গ্রাম ছিল বিদ্যাকূট। খেওড়া তাঁর মামার বাড়ি। আনন্দময়ী তাঁর বাবা-মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। আনন্দময়ী জন্মের আগে মা মোক্ষদা সুন্দরী অনেক স্বপ্ন দেখতেন। তিনি দেখতেন স্বর্গের দেব-দেবী তাঁর কাছে আসছেন। তাই ভক্তদের বিশ্বাস আনন্দময়ী স্বর্গেরই কোন দেবী। এসেছেন পৃথিবীতে জগতের মা হয়ে। জন্মের পর যথাসময়ে শিশু কন্যার নামকরণ করা হয়। আচার্য তাঁর নাম রাখেন নির্মলা।

বাবা কন্যাকে সর্বাধিক স্নেহ করতেন। কন্যাকে বসন-ভূষণে সজ্জিত রাখতে ভালবাসতেন। তাঁকে সুশিক্ষিতা করে তুলতে চেষ্টা করতেন। যাতে বাল্যকাল হতেই তাঁর মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, মমতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতি সৎ গুণ সহজেই বিকশিত হয়ে ওঠে, সেজন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। বাবার সৎ শিক্ষায় শিশুকাল হতেই উচ্চ আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মেছিল। তাঁর বহু পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটবেলায় নির্মলা দেবী একদিন তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, কি কি সৎ গুণ থাকলে মানুষ বড় হয়?" উত্তরে বিপিনবিহারী বলছিলেন– "যারা সত্য কথা বলে, পরের দ্রব্যে লোভ করে না, গুরুজনকে মান্য করে, দীন-দুঃখীর সেবা করে এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি রেখে চলে তাদেরই লোকে মহৎ বলে। ভগবানও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।"

পিতৃদেবের গুণরাজি নির্মলা দেবীর চরিত্রে যথাসময়ে বিকশিত হয়ে পরবর্তী জীবনে তাঁকে মহীয়সী করে তুলেছিল। আরও বড় হলেন তিনি। এ সময়ে তাঁর মনে জাগে অনেক প্রশ্ন। পিতাকে দেখে হরিনাম করতেন। হরিবোল, হরিবোল বলতেন। একদিন মেয়ে বাবাকে প্রশ্ন করল– "আচ্ছা বাবা, তুমি তো হরিকে ডাক। হরিকে ডাকলে কি হয়"? ছোট মেয়ের প্রশ্নে বাবা অবাক হলেন। কিন্তু সহজভাবে উত্তর দিলেন, "হরিকে ডাকলে মঙ্গল হয়। কল্যাণ হয়। আর তিনি আসেন এই যেমন তোমাকে ডাকি– নির্মলা, তুমি দৌড়ে আস। হরিও ঠিক এভাবে আসেন। তখন তাঁর কাছে যা চাবে, তাই পাবে।"

গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। তখন নির্মলা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী একদিন স্কুল পরিদর্শক এসে হঠাৎ নির্মলাকে পড়া ধরলেন, একটি কবিতা মুখস্থ বলতে বললেন। নির্মলা

নির্ভুলভাবে, সুন্দর করে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালেন। গুরু মহাশয় ও স্কুল পরিদর্শক সবাই মুগ্ধ হলেন। তবে স্কুলের পড়াশোনা নির্মলার আর বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। দেবী শক্তির মহাভাব ও মাধুরী ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে তাঁর মধ্যে। মেয়েটি যেন সব সময়ই এক পরমানন্দে অবস্থান করছে। হরিনাম কীর্তনের শব্দে বিভোর হয়ে ওঠে। এইভাবে সবার আদর, স্নেহ, মমতার মধ্যে দিয়ে বড় হতে লাগল নির্মলা।

এগার বছরের বালিকা নির্মলা সবই বিশ্বাস করে। তাঁর আবার প্রশ্ন– "হরিকে কেমন করে ডাকতে হয় বাবা?" বাবা হরিকে ডাকার নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। পিতার নির্দেশে বালিকা নির্মলা দেবী তারপর থেকেই একান্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ধ্যানলব্ধ সেই ইষ্ট মূর্তির উপাসনায় ও সৎ নামের সাধনায় দিবারাত্র বিভোর থেকে পরমানন্দে কাল কাটাতে লাগলেন। ফলে অল্প কালের মধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিক রাজ্যের নানা অজানা অনুভূতি প্রকাশ পেতে থাকে।

একটা নতুন দিন আলোকিত হয়ে উঠল নির্মলার জীবনে। তের বছর পূর্ণ হয়ে চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করেন নির্মলা। তখন ঢাকার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রাম নিবাসী রমণীমোহন চক্রবর্তীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামী রমণীমোহন চক্রবর্তীকে নির্মলা ভোলানাথ নাম দেন। শুরু হয় নির্মলার গার্হস্থ্য জীবনে কুলবধূর ভূমিকা। আর পাঁচটি সাধারণ মেয়ের মত নির্মলাও স্বামীর ঘরে এলেন। স্নেহ, সেবা, আদর, যত্ন কোন কিছুতেই ত্রুটি নেই। নির্মলার বধূ-জীবনের শিক্ষানবীসি চলতে থাকে ভাসুর রেবতীমোহনের অন্তঃপুরে। বড় জায়ের কাছে সংসারের খুঁটিনাটি কাজকর্ম আগ্রহ ভরে শিখে নেন নির্মলা।

সারাংশ

বিপিন বিহারীর দ্বিতীয়া সন্তান মা আনন্দময়ী। পিতৃ-বাক্যের ওপর সরল বিশ্বাসেই তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। চৌদ্দ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কত খ্রিস্টাব্দে মা আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে — খ. ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে — ঘ. ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে

২. আনন্দময়ীর পিতার নাম কি?
   ক. রামকানাই ভট্টাচার্য — খ. সুনীল কুমার ভট্টাচার্য
   গ. বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য — ঘ. অজিত কুমার ভট্টাচার্য

৩. আনন্দময়ী কোন শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বিদ্যালয়ে পরিদর্শক আসেন?
   ক. তৃতীয় শ্রেণী — খ. চতুর্থ শ্রেণী
   গ. পঞ্চম শ্রেণী — ঘ. ষষ্ঠ শ্রেণী

৪. নির্মলার স্বামীর প্রকৃত নাম কি?
   ক. রমণীমোহন চক্রবর্তী — খ. রেবতী মোহন চক্রবর্তী
   গ. ভোলানাথ চক্রবর্তী — ঘ. শিবনাথ চক্রবর্তী

পাঠ-৪ মা আনন্দময়ী – ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কিভাবে নির্মলার দীক্ষা হয় তা লিখতে পারবেন।
- কিভাবে তিনি 'শাহবাগের' মা বলে পরিচিত হলেন তা বলতে পারবেন।
- মা আনন্দময়ী কিভাবে ঢাকা থেকে উত্তর ভারতে যাওয়া এবং তাঁর জীবনের সেখানকার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মা আনন্দময়ীর তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১৩২৪ সালে নির্মলা এলেন স্বামীর কর্মস্থল বাজিতপুরে। ভোলানাথ সেটেলমেন্ট বিভাগে চাকরি করেন। নির্মলার মধ্যে দিব্যভাব প্রস্ফুটিত হয়ে চলছে। কোথাও কৃষ্ণ গুণগান হলেই কৃষ্ণপ্রেমে মন তাঁর আকুল হয়।

একবার ভূদেবচন্দ্র বসুর বাড়িতে কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। নির্মলা সুন্দরীও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। কীর্তন শুরু হয়—

"হরিহররয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥"

কীর্তন শুনতে শুনতে নির্মলার মধ্যে ভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণনাম-ধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। নির্মলার মধ্যে ভাবের আবেশে মাটিতে পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। কীর্তন চলছে। সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত নাম ধ্বনি ধীরে ধীরে নির্মলাকে সুস্থ করে তুলল। আশ্বস্ত হলেন সকলে।

কিন্তু ঘটনাটি রটে গেল সমস্ত বাজিতপুরে। পাড়া-প্রতিবেশীরা এসব দেখে রমণীমোহনকে ভাল ডাক্তার বা ওঝা দেখাতে বললেন। রমণী মোহন একজন ওঝা নিয়ে আসেন। কিন্তু সে ওঝা নির্মলা সুন্দরীর দেহে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের কিছু দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আর কিছুক্ষণ পরে গো-গো শব্দ করতে করতে মা, মা বলে ডাকতে থাকেন। সুস্থ হওয়ার পর ওঝাটি বলে যান— এসব অসুখ সারানো আমাদের কাজ নয়, এই মা সাক্ষাৎ ভগবতী। ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দীও তখন মার ঐ অবস্থা দেখে বলেছিলেন, "এ সব খুব উচ্চ স্তরের অবস্থা। কোন অসুখ নয়।"

এভাবে নির্মলা সুন্দরীর মধ্যে মহাভাবের শুরু। সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে তাঁর শরীরে চলতে থাকে সাধন-ভজনের নানা রকম লীলা। দিব্য জ্যোতির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত শরীর।

একদিন ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে অলৌকিকভাবে নির্মলা সুন্দরীর দীক্ষা হয়ে গেল। ঠিক লোকাচার অনুযায়ী নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দৈব প্রভাবে কিছু সময়ের জন্য তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল। এক অপ্রাকৃত ভাবের ঘোরে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। রমণীমোহন চক্রবর্তীর গৃহবধূ নির্মলা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে উঠতে লাগলেন সচ্চিদানন্দময়ী রূপে।

ইংরেজি ১৯২৪ সাল। তখনকার নবাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজ পেয়ে ভোলানাথ চলে এলেন ঢাকার 'শাহবাগে'। এই শাহবাগে সিদ্ধেশ্বরী মা কালীর পীঠস্থানে নির্মলার প্রকাশিত হয় মহা সাধিকার নির্মলা তখন হলেন শাহবাগের মা, ঢাকা মা শ্রীমা। শাহবাগে অবস্থানকালে মায়ের অলৌকিক শক্তির আরও প্রকাশ ঘটতে থাকে। বাজিতপুরে থাকা অবস্থাতেই মা 'সিদ্ধেশ্বরী গাছ' দেখেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, সিদ্ধেশ্বরী গাছ অর্থাৎ ঐ স্থানের অশ্বত্থ বৃক্ষ থেকে এক সময় একটি জ্যোতি বেরিয়ে কালী মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, এখানে পূর্বে কোন মন্দির ছিল না। সুমেরুবন নামে এক সন্ন্যাসী এখানে কালীমন্দির স্থাপন করেন। এরই পার্শ্বে ছিল অশ্বত্থ বৃক্ষ। প্রথম দিন রাতের বেলায় মা ও ভোলানাথ লণ্ঠন নিয়ে মন্দির দেখে চলে এলেন। তখন সেখানে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। কালীমন্দিরের সাথে ছিল একটি পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন। ভাইজি বলে অভিহিত এক সাধক, শ্রীমা ও ভোলানাথ এসেছেন সিদ্ধেশ্বরীতে। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে মা একটি কুণ্ডস্থল আবিষ্কার করেন। পরে দক্ষিণ দিকে মুখ করে মা বসে পড়েন এবং তাঁর মুখ থেকে স্তোত্রাদি বের হতে থাকে। দিব্যভাব উন্মাদনায় মা ধারণ করলেন আনন্দময়ী মূর্তি। মায়ের সেই রূপ দেখে

ভাইজির কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হল 'আনন্দময়ী মা'। ভাইজি তখন ভোলানাথকে বলেন, 'আজ আমরা এঁকে শুধু মা বলে ডাকব না, বলব আনন্দময়ী মা।'

ইংরেজি ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে সিদ্ধেশ্বরীতে প্রথম মায়ের মন্দির নির্মিত হয়। এখানেই মা আনন্দময়ী আশ্রমের সূত্রপাত। এটিই মায়ের আদি আশ্রম। এই আশ্রম সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পেছনের দিকে অবস্থিত। এ বছরই সিদ্ধেশ্বরীতে প্রথম বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর একদিন মা বললেন, "তোমরা এ শরীরটাকে ছেড়ে দাও। এ শরীর আজই ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে।" যেমন কথা তেমনি কাজ। মা একটি মাত্র পরিধেয় বস্ত্র সম্বল করে ঢাকা ত্যাগ করলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন কিছুই ঠিক নেই। ১৯৩২ সালের জুন মাসে মা আনন্দময়ী, ভোলানাথ ও ভাইজিসহ বহুপথ অতিক্রম করে দেরাদুনে পৌঁছেন। আনন্দময়ী মার লীলাক্ষেত্র ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হয় উত্তর ভারতে। সেখানকার কয়েকটি ধর্মপ্রাণ পরিবার মায়ের সান্নিধ্যে এসে দিব্য ভাবের পরিচয় জানল।

মা আনন্দময়ী মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপমহাদেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় এই তীর্থস্থানের পুনরুজ্জীবন ঘটান। সজল নেত্রে ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "দেখ, কতকাল ধরে এই স্থান জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। মানুষ, পশু-পক্ষী কতভাবে তাঁকে অপবিত্র করছে। তারা তো জানে না এ স্থানের মাহাত্ম্য।"

ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল, কয়েক সহস্র ঋষির তপস্যাভূমি নৈমিষারণ্যকে মা জাগিয়ে তুললেন। দিবারাত্র চলছে কীর্তন, নাচ-গান, নানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সৎসঙ্গ। এমনভাবে মা আনন্দময়ী বিভিন্ন স্থানের সুপ্ত, লুপ্ত, ধর্মস্থানকে জাগ্রত করে, যাগ-যজ্ঞ, মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাবধারায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন। মানুষের মনকে ভগবৎমুখী হওয়ার জন্য দিয়ে গেছেন অশেষ প্রেরণা। বাংলাদেশের রমনা ও খেওড়ায় দুটি আশ্রমসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ২৫টি আশ্রমের কথা জানা যায়।

এই মা আনন্দময়ী ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট দেহ ত্যাগ করেন। হরিদ্বারে কণখল আশ্রমে গঙ্গার তীরে শ্রী শ্রী মায়ের মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

সারাংশ

মা আনন্দময়ী সুপ্ত, লুপ্ত, ধর্মস্থানকে জাগ্রত করে, যাগ-যজ্ঞ, মন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাবধারায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন। প্রতিটি নর-নারীর মধ্যে আনন্দবর্ধন করে নিজে হয়েছেন আনন্দময়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কত সালে নির্মলা স্বামীর কর্মস্থল বাজিতপুরে এলেন?
ক. ১৩২২ সাল
খ. ১৩২৪ সাল
গ. ১৩২৬ সাল
ঘ. ১৩২৮ সাল

২. কোন তিথিতে নির্মলার দীক্ষা হয়?
ক. অষ্টমী তিথিতে
খ. চতুদর্শী তিথিতে
গ. অমাবস্যা তিথিতে
ঘ. পূর্ণিমা তিথিতে

৩. ইংরেজি কোন সালে সিদ্ধেশ্বরীতে মায়ের প্রথম মন্দির নির্মিত হয়?
ক. ১৯২২ সালে
খ. ১৯২৪ সালে
গ. ১৯২৬ সালে
ঘ. ১৯২৮ সালে

৪. কত খ্রিস্টাব্দে মা আনন্দময়ী দেহ ত্যাগ করেন?
ক. ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে
খ. ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে
ঘ. ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে

পাঠ-৫ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র - ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কে, তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি তা বলতে পারবেন।
- তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- একজন আদর্শ ডাক্তারের চরিত্র কিরূপ, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বাংলা ১২৯৫ সালের ৩০শে ভাদ্র পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এটা তাঁর মাতুলালয়। পিতৃ-নিবাস পাবনা জেলার শুয়াখাড়া গ্রাম।

অনুকূলচন্দ্রের পিতার নাম শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্রের জন্মের এক বছর পরই পতিপুত্রহীনা অসহায় শাশুড়ির অনুরোধে তিনি শুয়াখাড়া থেকে হিমাইতপুর চলে আসেন। অনুকূলচন্দ্রের জননী মনোমোহিনী দেবী ছিলেন একজন পতিপ্রাণা সতীসাধ্বী রমণী। শৈশবেই তিনি অলৌকিকভাবে সিদ্ধি করেছিলেন। তিনি সুদূর আগ্রার সন্ত সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজের কৃপা লাভ করেছিলেন। এই মহারাজেরই শিষ্য সরকার সাহেবের নির্দেশে জননী মনোমোহিনী দেবী অনুকূলচন্দ্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দান করেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

উত্তাল পদ্মার মত অপরিমেয় প্রাণ শক্তির অধিকারী অনুকূলচন্দ্র শৈশব থেকেই অনন্যসাধারণ। তাঁর দুরন্তপনার অবধি ছিল না। দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হলেও তাঁর হাসিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিবেশীরা শাসন করতে ভুলে যেতেন। কিন্তু তাঁর ওপর মায়ের শাসন ছিল নির্মম।

"মাতৃভক্তি অটুটু যত, সেই ছেলে হয় কৃতী তত।
পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ।"

পরিণত বয়সে উচ্চারিত ঠাকুর অনুকূল এই বাণী অনুকূলচন্দ্রের জীবনে সার্থক রূপ পেয়েছিল। মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাতে সকল কষ্টই তিনি অকাতরে সইতে পারতেন। পিতা-মাতার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। তেমনি ভক্তি করতেন তাঁর শিক্ষকবৃন্দকে। ভালবাসতেন তাঁর সহপাঠী সঙ্গী-সাথীদের। ক্লাসের ছেলেরা তাঁকে কেউ বলতেন 'প্রভু', আবার কেউ আর একধাপ এগিয়ে বলতেন "অনুকূল আমাদের রাজা ভাই।"

পাবনা ইন্‌স্টিটিউটে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর অনুকূলচন্দ্র নৈহাটী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু সে পরীক্ষা দেওয়া আর তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। একজন সহপাঠী পরীক্ষার ফিসের টাকা যোগাড় করতে পারেনি দেখে ব্যথিত অনুকূলচন্দ্র নিজের টাকাটা তাকে দিয়ে দেন। মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য এর পর তিনি কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যালে-এ ভর্তি হন। বাড়িতে পিতা অসুস্থ, সংসারে দারিদ্র্যের কালো ছায়া।

প্রতি মাসে বাড়ি থেকে যে সামান্য টাকা আসত তাতে তাঁর কলকাতার লেখাপড়া ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যয় নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। কয়লার গুদামের কুলিদের সাথে এক কষ্টকর পরিবেশে একই ঘরে তাঁকে থাকতে হত। আহার্য কখনও জুটত, কখনও রাস্তার পাশের কল থেকে পেটভরে জল

খেয়ে কাটাতে হত। নিতান্ত আর্থিক কষ্টের মধ্যেও অনুকূলচন্দ্রের ছিল মধুর অমায়িক ব্যবহার। তাঁর হৃদয়-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রতিবেশী ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ওষুধ সহ একটি ডাক্তারি বাক্স তাঁকে উপহার দেন। অনুকূলচন্দ্র ঐ ওষুধ দিয়েই শুরু করলেন কুলিমজুরদের সেবা। সেবার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যে যৎসামান্য প্রাপ্তিযোগ ঘটতে থাকে, তাতেই ক্রমে তাঁর অর্থকষ্টের অবসান হয়।

ডাক্তার হয়ে অনুকূলচন্দ্র কলকাতা থেকে স্বগ্রামে ফিরে আসেন। হিমাইতপুরেই চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এ জীবনে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য আসে, কি চিকিৎসায়, কি অর্থাগমে। কিন্তু তাঁর কথা–

"চিকিৎসাতে চাস যদি তুই, আত্মপ্রাসাদ টাকা।
টাকার পানে না তাকিয়ে, রোগীর পানে তাকা।"

রোগের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে মানুষের বিচিত্র বেদনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটল। তিনি বুঝলেন,মানুষের দুঃখের স্থায়ী নিবারণ করতে হলে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক এই তিন রকম রোগেরই চিকিৎসার দরকার। তিনি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা শুরু করলেন।

সারাংশ

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাংলা ১২৯৫ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তার জীবন অগ্রসর হয়। গ্রহণ করেন চিকিৎসা-পেশা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. অনুকূলচন্দ্র কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১২৯০ সালে খ. ১২৯৫ সালে
গ. ১৩০০ সালে ঘ. ১৩০৫ সালে

২. অনুকূলচন্দ্রের পিতার নাম কি?
ক. শিবচন্দ্র চক্রবর্তী খ. হরিপ্রসাদ গাঙ্গুলী
গ. রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. গয়ারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. অনুকূলচন্দ্র কোথায় ডাক্তারি পড়েন?
ক. ঢাকায় খ. কলকাতায়
গ. পাবনায় ঘ. বরিশালে

৪. চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন কোথায় শুরু হয়?
ক. হিমাইতপুরে খ. কলকাতায়
গ. কাশিপুরে ঘ. পাবনাতে

পাঠ-৬ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র - ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- 'পুণ্যপুঁথি' কি তা লিখতে পারবেন।
- বিশ্বগুরুর আর্বিভাব মহামহোৎসব কি তা বলতে পারবেন।
- সৎসঙ্গ কখন, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সৎসঙ্গ কি চায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

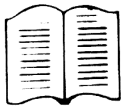

চন্দ্রের কিরণ যেমন জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র ভেদ করে না বরং সমভাবে সকলের ওপর বর্ষিত হয়– ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রেমও তেমনি হিন্দু, মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় প্রত্যেকের প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ভাবলেন, পরিবেশের প্রভাব মানবজীবনে অপরিসীম। উন্নত পরিবেশ, আধ্যাত্মিক সমাবেশ যে-কোন ব্যক্তির জীবন-পট পাল্টে দিতে পারে। তাই আত্মিক উন্নয়নের জন্য অনুকূলচন্দ্র সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে এক কীর্তনের দল গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে প্রতাপপুরের কিশোরীমোহনের বাড়িতে কীর্তনের আসর বসত। ধীরে ধীরে কীর্তনানন্দে গ্রাম পরিক্রমা শুরু হল। কীর্তনের এক পর্যায়ে মাঝে মাঝে অনুকূলচন্দ্র হঠাৎ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। দেহে প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পাবার মত হত-মুখ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হত, আর মুখ থেকে ধীরে ধীরে উদাত্ত স্বরে বিভিন্ন ভাষায় বাণী উচ্চারিত হত। এরূপ একাত্তর দিনের বাণী সংকলনে সৃষ্টি হয়েছে **'পুণ্যপুঁথি'** নামক অমূল্য গ্রন্থ। তখন থেকে সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁকে ডাক্তার না বলে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতে থাকেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই দিব্য মহিমার কথা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাল্যসাথী অনন্তনাথ রায়, কিশোরীমোহন দাস এবং সতীশচন্দ্র গোস্বামী এই সময় ঠাকুরকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। এঁরা হলেন ঠাকুরের কীর্তন যুগের সাথী।

ঠাকুরের উপলব্ধিতে এল কীর্তন মানুষের মনকে ওপরের স্তরে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু সে অবস্থায় বেশি সময় ধরে রাখতে পারে না। মনের স্থায়ী উন্নয়ন ঘটাতে হলে চাই সৎনাম স্মরণ। আর সেজন্য দীক্ষা একান্ত আবশ্যক। শুরু হল সৎনাম প্রচারের মহিমান্বিত অধ্যায়। ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ও প্রেমের জোয়ারে পদ্মার দক্ষিণ তীরে কুষ্টিয়ার বুকেও ঢেউ জাগে। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বিশিষ্ট ভক্ত ডা. গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, বীরেন্দ্র নাথ রায় ও অশ্বিনী কুমার বিশ্বাসের চেষ্টায় ১৩২৫ সালে কুষ্টিয়া শহরে প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পালনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই মহামহোৎসবে নানা স্থান থেকে বহু লোক এসে যোগদান করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুপদে বরণ করেন।

''সৎ -এ সংযুক্তির সহিত তদ্‌গতি সম্পন্ন যাঁরা- তাঁরাই'' সৎসঙ্গী আর তাঁদের মিলন ক্ষেত্রই হল সৎসঙ্গ। প্রতিষ্ঠানরূপে সৎসঙ্গ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রীকৃত হয়। সৎসঙ্গের প্রথম সভানেত্রী হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী মনোমোহনী দেবী। সেখানে শুরু হল মানুষ তৈরির আবাদ, কর্মের মাধ্যমে যোগ্যতর মানুষ গড়াই এর লক্ষ্য।

হিমাইতপুর গড়ে উঠল ধর্ম-কর্মের অপূর্ব সমন্বয়ে সৎসঙ্গ আশ্রম। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সুবিবাহ অস্তিত্বের এই চার স্তরের অভিব্যক্তি। আশ্রমে নানা ধরনের কর্মমুখী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। প্রাচীন ঋষিদের তপোবনের নবতর সংস্করণ যেন। ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস সনাতন আর্য জীবনের এই চারটি স্তরই সৎসঙ্গ আশ্রম-ভূমিতে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী রূপ লাভ করে।

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন বাঁচা-বাড়ার বিজ্ঞানই হচ্ছে ধর্ম। নিজেকে বাঁচাতে হবে, বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যের বাঁচা বাড়াও যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে। কথাটি ছড়ার সুরে বললেন–

"অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম ব'লে জানিস তাকে।

বাঁচা-বাড়ার মর্ম যা ঠিকই জেনো ধর্ম তা।"

প্রতিটি জীবের মধ্যেই আছে বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠার আকুতি। এই বাঁচা-বাড়ার অনুকূলে যা কিছু সেটাই তার অনুসরণীয় ও গ্রহণীয়। তার প্রতিকূল যা তার সবই বর্জনীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে ধর্ম এক, বহু নয়। তিনি বলেছেন–

"ধর্মে সবাই বাঁচে-বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম না-রে।"

"ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষগণ এক বার্তাবাহী।"

দেশ-কাল পাত্রের গণ্ডিতে মানুষের মাঝে যে কৃষ্টিগত পার্থক্য, সেটা ধর্মের বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক দিক। আর প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে আত্মিক উন্নয়নের যে সাধনা, সেটা তার শাশ্বত দিক। মানুষের মধ্যে ঐক্য ঘটাতে হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক পার্থক্যের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে এবং প্রত্যেকের জন্য শাশ্বত মানবতার সাধনায় আত্মনিয়োগের সুযোগকে অবাধ করে তুলতে হবে।

'সৎসঙ্গ' কি চায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঠাকুর বলেছেন, "সৎসঙ্গ চায় মানুষ। সে চায় একটা পরম রাষ্ট্রিক সমবায়, যাতে কারও সৎসংবর্ধনায় এতটুকুও ত্রুটি না থাকে। প্রত্যেকে এ দুনিয়ার বুকে পরস্পর সহযোগিতায় সার্থক হতে পারে, অবাধ হয়ে চলতে পারে।" সংসঙ্গের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ তৈরি করা। যোগ্যতর মানুষ না এলে পৃথিবীর দৈন্য দৈন্যই থেকে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণীত সত্যানুসরণ, চলার সাথী, নানা প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে, ইসলাম প্রসঙ্গে, বিবাহ বিধায়না, শিক্ষা বিধায়না, নিষ্ঠা বিধায়না, বিজ্ঞান বিভূতি, সমাজ সন্দীপনা, আর্য কৃষ্টি প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর মহৎ আদর্শ প্রতিফলিত।

১৩৭৬ সনের ১২ই মাঘ তারিখে ৮১ বছর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করেন।

সারাংশ

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আধ্যাত্মিক চিন্তা অনেককে আকর্ষণ করে। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা হচ্ছে এই মনের স্থায়ী উন্নয়ন ঘটাতে হলে চাই সৎনাম স্মরণ এবং দক্ষতা। তাই সৎ-এ সংযুক্তির সঙ্গে তদগতি-সম্পন্ন যাঁ তাঁরাই সৎসঙ্গী। আর তাদের মিলন-ক্ষেত্রই সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের মূল লক্ষ্য মানুষ তৈরি করা। যোগ্যতর মানুষ না এলে পৃথিবীর দৈন্য কাটবে না। এ সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রী অনুকূলচন্দ্রের সত্যানুসরণ, চলার সাথী প্রভৃতি গ্রন্থে তার শিখায় পরিচয় রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (ö) চিহ্ন দিন।

১. কত খ্রিস্টাব্দে সৎসঙ্গ সরকারিভাবে রেজিস্ট্রীকৃত হয়?
ক. ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে

২. 'অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম ব'লে জানিস তাকে।' এটি কার বাণী?
ক. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের খ. স্বামী বিবেকানন্দের
গ. শ্রী গৌরাঙ্গের ঘ. রাম ঠাকুরের

৩. 'সত্যানুসরণ'-এর প্রণেতা কে?
ক. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র খ. ঠাকুর হরিচাঁদ
গ. ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ঘ. রামঠাকুর

৪. কত সালে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মহাপ্রায়ণ ঘটে?
ক. ১৩৬৮ সালে খ. ১৩৭৬ সালে
গ. ১৩৭১ সালে ঘ. ১৩৭৪ সালে

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
[পাঠ-১-এর বিষয়বস্তুর ১ম অনুচ্ছেদ দেখুন]

২। শিকাগো ধর্ম সভায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ স্বামীজি কিভাবে পেয়েছিলেন।
[পাঠ-২ দেখুন]

৩। যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি কি বলেছিলেন তা বর্ণনা করুন।
[পাঠ-২-এর শেষাংশ দেখুন]

৪। আনন্দময়ীর বাল্যজীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
[পাঠ-৩ দেখুন]

৫। সিদ্ধেশ্বরীতে মা আনন্দময়ীর আশ্রম নির্মাণ কাহিনী বর্ণনা করুন। [পাঠ-৪ দেখুন]

৬। মা আনন্দময়ী ঢাকা থেকে কিভাবে উত্তর ভারতে পৌঁছেন তা বর্ণনা করুন।
[পাঠ-৪ দেখুন]

৭। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষাজীবনের বর্ণনা দিন। [পাঠ-৫ দেখুন]

৮। ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কি কি বলেছেন বর্ণনা করুন। [পাঠ-৬ দেখুন]

৯। সৎসঙ্গ কি চায় ? এ প্রসঙ্গে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
[পাঠ-৬ দেখুন]

১০. সংক্ষেপে উত্তর দিন :

ক. নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে কি জানতে চেয়েছিলেন? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেছিলেন। [পাঠ-১ দেখুন]

খ. মা আনন্দময়ী কোন কোন তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন? [পাঠ-৪ দেখুন]

গ. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কি কি গ্রন্থ লিখেছিলেন? [পাঠ-৬ দেখুন]

ঘ. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দুটি উপদেশ নিজের ভাষায় লিখুন। [পাঠ-৬ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৭.১

১. গ ; ২. গ ; ৩. ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৭.২

১. ঘ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৭.৩

১. ঘ ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৭.৪

১. খ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৭.৫

১. খ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১৭.৬

১. খ ; ২. ক ; ৩. ক ; ৪. খ

প্রয়োজনীয় অংশ নোট করুন

নমুনা প্রশ্ন

হিন্দুধর্ম শিক্ষা (রচনামূলক)
বিষয় কোড : SSC-1606

সময়- ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান- ৫০

[**দ্রষ্টব্য:** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যাসমূহ প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

নম্বর

১। যে-কোন **দু'টি** প্রশ্নের উত্তর দিনঃ-

ক. কর্ম কাকে বলে? কর্ম কত প্রকার ও কি কি? নিষ্কাম কর্মের ফল বর্ণনা করুন। ২+২+৬=১০

খ. দেবতা কাকে বলে? ঈশ্বর ও দেবতাদের মধ্যেকার সম্পর্ক উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন। ২+৮=১০

গ. 'জীবসেবা' উপাখ্যানটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন। ১০

ঘ. স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবন এবং যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি কী বলেছিলেন তা বর্ণনা করুন। ৫+৫=১০

২। সংক্ষেপে উত্তর লিখুন (যে-কোন **ছয়টি**):

ক. ব্রাহ্মণের লক্ষণ কয়টি ও কি কি? ১+৪=৫

খ. রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনাটি উদ্ধৃত করুন। ৫

গ. দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি সরলার্থসহ লিখুন। $2\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}=$ ৫

ঘ. দেশপ্রেশ কাকে বলে? ৫

ঙ. বিবাহ পদ্ধতি কয় প্রকার ও কি কি? ১+৪=৫

চ. "আমরা পাপকে ঘৃণা করব পাপীকে নয়।"—কথাটি ব্যাখ্যা করুন। ৫

ছ. কিভাবে দেবী দুর্গার আবির্ভাব হল? ৫

জ. শঙ্করাচার্যের মাতৃভক্তির পরিচয় দিন। ৫

ঝ. হরিচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাজীবন বর্ণনা করুন। ৫

ঞ. সৎ সঙ্গ কী? এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী? ২+৩=৫

হিন্দুধর্ম শিক্ষা (নৈর্ব্যক্তিক)
বিষয় কোড : SSC-1606

সময়- ৫০ মিনিট

পূর্ণমান- ৫০

[দ্রষ্টব্য: উত্তরপত্রে সঠিক উত্তরটি লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

১। মনুর বংশধরদের কি বলা হয়?
ক. মনুবংশ খ. মানব
গ. মৈনাক ঘ. মনুসুত

২। লোহিত শব্দের অর্থ কোন্‌টি?
ক. লোহা খ. রক্ত
গ. মরিচা ঘ. দুগ্ধ

৩। 'মরিষ ধরা মাঝে শান্তির বাণী'—এ চরণটি কার রচনা?
ক. রামপ্রসাদের খ. রবীন্দ্রনাথের
গ. রজনীকান্তের ঘ. জবিনানন্দের

৪। শর্দের দ্বিতীয় প্রমাণ কোন্‌টি?
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত
গ. গীতা ঘ. স্মৃতিশাস্ত্র

৫। দেবতাদের মায়ের নাম কি?
ক. শিপ্রা খ. দিতি
গ. অদিতি ঘ. শতরূপা

৬। আনন্দময়ীর মাতার নাম কি?
ক. মোক্ষদা সুন্দরী খ. স্নিগ্ধা সুন্দরী
গ. কুন্তী ঘ. তারা

৭। কোন্‌ তিথিতে নির্মলার দীক্ষা হয়?
ক. অষ্টমী তিথিতে খ. পঞ্চমী তিথিতে
গ. সপ্তমী তিথিতে ঘ. পূর্ণমা তিথিতে

৮। শিকাগো ধর্মসভার সভাপতির নাম কি?
ক. ব্যারে সাহেব খ. ওয়াকার সাহেব
গ. টমাস সাহেব ঘ. রবার্ট সাহেব

৯। শংকরাচার্যের মাতার নাম কি?
ক. সুভদ্রা খ. সুষমা
গ. সুনন্দা ঘ. নন্দিতা

১০। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় জ্ঞানীর কয়টি লক্ষণের উল্লেখ আছে?
ক. ২০টি খ. ১০টি
গ. ১৫টি ঘ. ১২ টি

১১। জীবদেহের শাশ্বত বস্তুটি কি?
ক. জীবন খ. আত্মা
গ. প্রেতাত্মা ঘ. বিবেক

১২। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের বাহনের নাম কি?
ক. হাতি খ. গজ
গ. ঐরাবত ঘ. সুরভী

১৩। স্বর্গবাসীর অমৃতময় খাদ্য কোন্‌টি?
ক. অমৃত খ. মাখন
গ. দধি ঘ. দুগ্ধ

১৪। সাম মানে কি?
ক. গান খ. ছড়া
গ. মন্ত্র ঘ. কবিতা

১৫। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কতটি নরককুণ্ডের বর্ণনা আছে?
ক. ৮৬টি খ. ৬৮টি
গ. ৭৮টি ঘ. ৮৮টি

১৬। ইন্দ্র যে প্রাসাদে বাস করেন তার নাম কি?
ক. জয়ন্ত খ. বেজয়ন্ত
গ. নন্দন ঘ. অট্টালিকা

১৭। অথর্ববেদ সংহিতায় কয়টি সূক্ত আছে?
ক. ৭২১টি খ. ৭৪১টি
গ. ৭৫১টি ঘ. ৭৩১টি

১৮। উপনিষদের আলোচ্য বিষয় কি?
ক. ব্রহ্মতত্ত্ব খ. বিষ্ণুতত্ত্ব
গ. কৃষ্ণতত্ত্ব ঘ. যোগতত্ত্ব

১৯। ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে প্রথম স্থান কোন্‌টির?
ক. কল্পের খ. ছন্দের
গ. নিরুক্তের ঘ. শিক্ষার

২০। গীতায় কার ৪০টি শ্লোক রয়েছে?
ক. শ্রীকৃষ্ণের খ. অর্জুনের
গ. সঞ্জয়ের ঘ. ধৃতরাষ্ট্রের

২১। চণ্ডী কোন পুরাণের অন্তর্গত?
ক. শিব পুরাণের খ. বিষ্ণু পুরাণের
গ. কালিকা পুরাণের ঘ. মার্কণ্ডেয় পুরাণের

২২। শিব কোন্ প্রকার দেবতা?
ক. পৌরাণিক দেবতা খ. বৈদিক দেবতা
গ. লৌকিক দেবতা ঘ. জাগ্রত দেবতা

২৩। শিশিরের দেবতা কে?
ক. ইন্দ্র খ. বরুণ
গ. অগ্নি ঘ. যম

২৪। বিষ্ণুর উপাসকদের কি বলা হয়?
ক. শাক্ত খ. গাণপত্য
গ. বিষ্ণুপ্রিয় ঘ. বৈষ্ণব

২৫। বেদে শিবের অনুরূপ যে দেবতা আছেন তাঁর নাম কি?

ক. অগ্নি খ. বিষ্ণু
গ. রুদ্র ঘ. ইন্দ্র

২৬। সরস্বতীর বাহন কি?
ক. হংস খ. শ্বেতহংস
গ. পেঁচা ঘ. ময়ূর

২৭। সন্তান হওয়ামাত্র কোন্ সংস্কার করতে হয়?
ক. নামকরণ খ. জাতকর্ম
গ. পুংসবন ঘ. উপনয়ন

২৮। ইষ্টি মানে কি?
ক. পূজা খ. আত্মীয়
গ. যজ্ঞ ঘ. ভোজ

২৯। শ্রাদ্ধ কত প্রকার?
ক. দশ প্রকার খ. বার প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. দুই প্রকার

৩০। রাজা রন্তিদেব কি বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন?
ক. সন্ন্যাসবৃত্তি খ. যাজকবৃত্তি
গ. অযাচকবৃত্তি ঘ. ভিক্ষাবৃত্তি

৩১। কত জন রথী একসাথে অভিমন্যুকে আক্রমণ করেছিলেন?
ক. তিন জন খ. আট জন
গ. সাত জন ঘ. ছয় জন

৩২। কার্তবীর্যার্জুন কোন্ বংশের রাজা ছিলেন?
ক. সূর্যবংশের খ. চন্দ্রবংশের
গ. কুরুবংশের ঘ. যদুবংশের

৩৩। প্রথম শ্রাদ্ধ কে করেন?
ক. নিমি খ. ননী
গ. যুধিষ্ঠির ঘ. জনক

৩৪। সূর্যপূজায় কি বাজানো নিষিদ্ধ?
ক. ঘণ্টা খ. করতাল
গ. শঙ্খ ঘ. ঢাক

৩৫। শিব কি পছন্দ করেন?
ক. আম্রপত্র খ. তুলসীপত্র
গ. বিল্বপত্র ঘ. ধ্রুপদী নৃত্য

৩৬। সবশেষে কাকে প্রণাম করে পূজা সমাপন করতে হয়?
ক. গণেশকে খ. শিবকে
গ. নারায়ণকে ঘ. দুর্গাকে

৩৭। "বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।" —এখানে বিশালাক্ষি বরে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
ক. লক্ষ্মীকে খ. দুর্গাকে
গ. বীণাপাণিকে ঘ. কালীকে

৩৮। 'ওঁ হৌং সদোজাতায় নমঃ।' —শিবরাত্রি ব্রতের সময় কোন্ প্রহরে এ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়?

ক. প্রথম প্রহরে খ. দ্বিতীয় প্রহরে
গ. বীণাপাণিকে ঘ. কালীকে

৩৯। সিদ্ধার্থ কার বাল্য নাম ছিল?
ক. চৈতন্যদেবের খ. শঙ্করাচার্যের
গ. শ্রীকৃষ্ণের ঘ. গৌতম বুদ্ধের

৪০। দেবদত্ত কে ছিলেন?
ক. রাজা খ. সেনাপাতি
গ. মন্ত্রিপুত্র ঘ. শিকারি

৪১। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম সহচর কে ছিলেন?
ক. ভরত খ. জগাই
গ. মাধাই ঘ. নিত্যানন্দ

৪২। দধীচি কার উপাসক ছিলেন?
ক. ব্রহ্মার খ. বিষ্ণুর
গ. শিবের ঘ. কালীর

৪৩। শিব কাকে বর দিয়েছিলেন?
ক. মহিষাসুরকে খ. হিরণ্যকশিপুকে
গ. বৃত্রাসুরকে ঘ. রাবণকে

৪৪। চ্যবন মুনির পুত্রের নাম কি?
ক. রত্নাকর খ. বিশ্বামিত্র
গ. নারদ ঘ. দিবাকর

৪৫। অগ্নি কিসের রূপ ধরেছিলেন?
ক. কপোতের খ. ময়ূরের
গ. বাজপাখির ঘ. চাতকের

৪৬। কাত্যায়নী কিসে আগ্রহী ছিলেন?
ক. গীতাপাঠে খ. গৃহকর্মে
গ. ধর্মানুষ্ঠানে ঘ. তীর্থভ্রমণে

৪৭। দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে কার আবির্ভাব হল?
ক. শিবের খ. উর্বশীর
গ. দুর্গার ঘ. কালীর

৪৮। নৃসিংহরূপে শ্রীহরি কোথা থেকে এসেছিলেন?
ক. মন্দির থেকে খ. রাজপ্রাসাদ থেকে
গ. স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ঘ. গৃহ থেকে

৪৯। শঙ্করাচার্য রামেশ্বরে কি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. শৃঙ্গেরি মঠ খ. বেলুড় মঠ
গ. পুরী মঠ ঘ. প্রজ্ঞা ভারতী মঠ

৫০। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. কামারপাড়ায় খ. কামারপুকুরে
গ. কামারপুরে ঘ. কামারখালিতে

এস এস সি প্রোগ্রামের হিন্দু ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের সিলেবাস

ইউনিট - ১ স্রষ্টা এবং হিন্দু ধর্ম

পাঠ-১ স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং হিন্দু ধর্ম
পাঠ-২ হিন্দু ধর্মের উদ্ভব
পাঠ-৩ হিন্দু ধর্মের বিকাশ

ইউনিট - ২ স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা

পাঠ-১ স্তব-স্তোত্র
পাঠ-২ সংস্কৃত প্রার্থনা
পাঠ-৩ বাংলা প্রার্থনা

ইউনিট - ৩ ধর্ম দর্শন-১

পাঠ-১ ধর্ম তত্ত্ব
পাঠ-২ ঈশ্বরতত্ত্ব

ইউনিট - ৪ ধর্ম দর্শন-২

পাঠ-১ কর্মযোগ
পাঠ-২ জ্ঞানযোগ
পাঠ-৩ ভক্তিযোগ

ইউনিট - ৫ ধর্ম দর্শন-৩

পাঠ-১ জন্মান্তরবাদ
পাঠ-২ স্বর্গ
পাঠ-৩ নরক

ইউনিট - ৬ ধর্মগ্রন্থ পরিচিতি

পাঠ-১ বেদসংহিতা
পাঠ-২ ব্রাহ্মন, আরণ্যক ও উপনিষদ্
পাঠ-৩ বেদাঙ্গ
পাঠ-৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
পাঠ-৫ শ্রীমদ্ভগবদ
পাঠ-৬ শ্রীশ্রীচণ্ডী

ইউনিট - ৭ দেবদেবী

পাঠ-১ দেব-দেবীর পরিচয়
পাঠ-২ বৈদিক ও পৌরাণিক দেব- দেবীর সাধারণ পরচিতি
পাঠ-৩ বিষ্ণু
পাঠ-৪ শিব
পাঠ-৫ দূর্গা
পাঠ-৬ লক্ষ্মী
পাঠ-৭ সরস্বতী

ইউনিট - ৮ সংস্কার ও মরনোত্তর কৃত্য

পাঠ-১ দশবিধ সংস্কার (প্রথম পাঁচটি)
পাঠ-২ দশবিধ সংস্কার (শেষ পাঁচটি)
পাঠ-৩ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
পাঠ-৪ মরাণাশৌচ
পাঠ-৫ আদ্যশ্রাদ্ধ

ইউনিট - ৯ নীতিজ্ঞান
পাঠ-১ মানবতাবোধ
পাঠ-২ মহানুভবতা
পাঠ-৩ সৎসাহস
পাঠ-৪ দেশপ্রেম
পাঠ-৫ মাদকাসক্তি

ইউনিট - ১০ পূজা ও ব্রত
পাঠ-১ পূজার সাধারণ নিয়ম
পাঠ-২ লক্ষ্মীপূজা
পাঠ-৩ সরস্বতী পূজা
পাঠ-৪ শিবরাত্রিব্রত
পাঠ-৫ শিবরাত্রির ব্রতকথা

ইউনিট - ১১ উপাখ্যান-১
পাঠ-১ জীবসেবা-১
পাঠ-২ জীবসেবা-২
পাঠ-৩ জীবোদ্ধার-১
পাঠ-৪ জীবোদ্ধার-২
পাঠ-৫ পরহিতে আত্মত্যাগ-১
পাঠ-৬ পরহিতে আত্মত্যাগ-২

ইউনিট - ১২ উপখ্যান-২
পাঠ-১ নাম মাহাত্ম-১
পাঠ-২ নাম মাহাত্ম-২
পাঠ-৩ ধর্মবল-১
পাঠ-৪ ধর্মবল-২
পাঠ-৫ মৈত্রেয়ীর অমরত্ব লাভ-১
পাঠ-৬ মৈত্রেয়ীর অমরত্ব লাভ-২

ইউনিট - ১৩ উপাখ্যান-৩
পাঠ-১ মহিষাসুর বধ-১
পাঠ-২ মহিষাসুর বধ-২
পাঠ-৩ ভক্ত প্রহলাদ-১
পাঠ-৪ ভক্ত প্রহলাদ-২
পাঠ-৫ সত্যভামার তুলাব্রত-১
পাঠ-৬ সত্য ভামার তুলাব্রত-২

ইউনিট - ১৪ আদর্শ জীবনচরিত-১
পাঠ-১ শ্রীরামচন্দ্র
পাঠ-২ শ্রীরামচন্দ্র
পাঠ-৩ শ্রীকৃষ্ণ
পাঠ-৪ শ্রীকৃষ্ণ
পাঠ-৫ শ্রীচৈতন্য (জন্ম-অধ্যাপনা)
পাঠ-৬ শ্রীচৈতন্য (কৃষ্ণ, সন্নাসগ্রহণ ও লীলাবসান)

ইউনিট - ১৫ আদর্শ জীবনচরিত-২
পাঠ-১ শঙ্করাচার্য
পাঠ-২ শঙ্করাচার্য
পাঠ-৩ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী
পাঠ-৪ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী
পাঠ-৫ শ্রীরামকৃষ্ণ

পাঠ-৬ শ্রীরামকৃষ্ণ

ইউনিট - ১৬ আদর্শ জীবনচরিত-৩

পাঠ-১ হরিচাঁদ ঠাকুর
পাঠ-২ হরিচাঁদ ঠাকুর
পাঠ-৩ প্রভু জগদ্বন্ধু
পাঠ-৪ প্রভু জগদ্বন্ধু

ইউনিট - ১৭ আদর্শ জীবনচরিত-৪

পাঠ-১ স্বামী বিবেকানন্দ-১
পাঠ-২ স্বামী বিবেকানন্দ-২
পাঠ-৩ মা আনন্দময়ী-১
পাঠ-৪ মা আনন্দময়ী-২
পাঠ-৫ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-১
পাঠ-৬ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-২